54

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JUL 8 1999
পৃঃ 1 কঃ 2

সরকারী অনুদান পায় অথচ কোন শিক্ষার্থী নেই—এমন মাদ্রাসার সংখ্যা ৬ শতাধিক

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

মাদ্রাসা আছে, সরকারী অনুদান দেয়া হয়; অথচ মাদ্রাসায় কোন শিক্ষার্থী নেই। দেশে সাইন বোর্ডসর্বস্ব এমন ভুয়া মাদ্রাসার সংখ্যা ছয় শতাধিক। বছরের পর বছর এসব ভুয়া মাদ্রাসার নামে সরকারী অনুদানের কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করা হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ধরনেরই দুই শতাধিক মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও মানথলি পে-অর্ডার (এমপিও) স্থগিত করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় দুর্নীতি ও অপচয় বন্ধের এই

মাদ্রাসা শিক্ষার হাল-১

সরকারী পদক্ষেপকেই 'মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্ত' বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে একটি স্বার্থবাদী মহল। অনুসন্ধানে দেখা

(১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

সরকারী অনুদান

(প্রথম পাতার পর)

গেছে, যে মহলটি এখন মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে বলে প্রচারণা চালাচ্ছে, তারাই গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল। এই লুটপাট বন্ধের জন্য সরকার পদক্ষেপ নেয়াতেই এরা ক্ষিপ্ত হয়ে মাঠে নেমেছে।

দেশে সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার সংখ্যা ৬ হাজার ৮৪৭টি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক জরিপে দেখা গেছে, এর মধ্যে ৬ শতাধিক মাদ্রাসা রয়েছে যেখানে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণীতে কোন ছাত্রছাত্রী নেই। বছরের পর বছর অনেক মাদ্রাসা থেকে ৪টি পাবলিক পরীক্ষায় কোন পরীক্ষার্থী থাকে না। অথচ শিক্ষকরা ঠিকই সরকারী অনুদানের অর্থ তুলে নিচ্ছে। সরকার প্রাথমিকভাবে এ ধরনেরই দুই শতাধিক মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও এমপিও সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। একই সঙ্গে শতাধিক বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

যে সব কারণে মাদ্রাসাগুলোর স্বীকৃতি ও এমপিও স্থগিত করা হয়েছে তার মধ্যে আছে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার শর্ত ও নিয়মকানুন ভঙ্গ করা, মাদ্রাসার তহবিলে নির্ধারিত অঙ্কের টাকা না থাকা, বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রয়োজনমাফিক ছাত্রছাত্রী না থাকা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, সরকার এমপিওভুক্ত মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের ৮০ শতাংশ প্রদান করে থাকে। তবে এমপিওভুক্তির জন্য মাদ্রাসাগুলোকে নীতিমালা মেনে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং নির্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, পাঠক্রম, ফলাফল ও অন্যান্য যোগ্যতা পূরণসাপেক্ষে কোন মাদ্রাসাকে এমপিওভুক্ত করা হয়। কিন্তু এসব শর্ত পূরণ না করেই বা কাগজকলমে শর্ত পূরণ করা হয়েছে দেখিয়ে অনেক ভুয়া মাদ্রাসার নামে সরকারী অনুদান আত্মসাত করা হচ্ছে।

সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত কোন মাদ্রাসা হতে প্রতিবছর পাবলিক পরীক্ষায় (ফাজিল-আলিম ও দাখিল পরীক্ষা) কমপক্ষে ৫ পরীক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং পাসের ন্যূনতম হার ২০ শতাংশের কম হতে পারবে না। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের এক জরিপে দেখা গেছে, সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত ৫০০ মাদ্রাসা হতে '৯৭ সালে দাখিল পরীক্ষায় কোন পরীক্ষার্থীই ছিল না।